[redacted]

[redacted]

অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে মানুষের কষ্ট দূর হবে কবে? কেউ অর্থের বিনিময়ে দ্রুত কাজ করিয়ে থাকলে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, মানুষ এখানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে, যাতে দ্রুত কাজ হয়। তবে এসে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, তা মুখে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের ফেরত দেওয়া হয়। তবে কিছু মানুষের মুখে শুনতে পাই যে টাকা দিলে নাকি দ্রুত কাজ করা হয়। যদি এমনটাই হয়, তাহলে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করি।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার সেলিম রেজা বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা এবং বানোয়াট। তাঁরা সবাইকে সেবা দিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক বলেন, নির্বাচন অফিসে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া অফিসের কেউ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকলে তদন্তে প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

ভূমিসেবার নয়া দিগন্ত

বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে ভূমি। কৃষি, শিল্প, আবাসন ও অবকাঠামো প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভূমির সুবিন্যস্ত ব্যবহার জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম শর্ত। ভূমি মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়নও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বাংলাদেশে ভূমি নিয়ে বিরোধও বেশি এর জন্য প্রয়োজন ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হয়রানিমুক্ত, জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত, Inter-operable ও ডাইনামিক ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুরো ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের রূপরেখা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমিসেবা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের অটোমেটেড মিউটেশন সিস্টেম ২.১ চালুর মাধ্যমে ভূমিসেবায় হিউম্যান টাচ আরও কমিয়ে ফেলা হয়েছে এবং ভূমিসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরতা অনেক কমে যাবে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের অটোমেটেড নামজারি ও ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেম এবং খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহ সিস্টেম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ভূমিসেবা আরও জনবান্ধব করেছে। land.gov.bd ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা একই প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মে রেজিস্ট্রেশন ও প্রোফাইল তৈরি করে single sign-onএর মাধ্যমে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারি, খতিয়ান বা পর্চা ও ম্যাপ প্রাপ্তির আবেদন এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে নগদ অর্থ ছাড়া ফি পরিশোধ করে সহজেই দাখিলা, নামজারি খতিয়ান, খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি ও ম্যাপ সংগ্রহ করা যাচ্ছে। ডাক-বিভাগের মাধ্যমে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ নাগরিকদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের অটোমেটেড মিউটেশন সিস্টেমের ফলে নামজারির জন্য নাগরিকদের মাত্র একবার উপজেলা ভূমি অফিসে আসতে হবে মূল দলিল যাচাই ও শুনানির জন্য। এটাও করা হয়েছে ভূমি জালিয়াতি রোধ করার জন্য। নামজারি হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববর্তী মালিকের খতিয়ান হতে জমি কর্তন হয়ে নূতন মালিকের খতিয়ানে চলে আসবে। এর ফলে তথ্য গোপন করে জালিয়াতির মাধ্যমে একই জমি দ্বিতীয়বার বা বারবার বিক্রয় করার সুযোগ বন্ধ হবে। এছাড়া নামজারির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোল্ডিং তৈরি হয়ে যাবে এবং ভূমি মালিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারবেন। হোল্ডিং তৈরির জন্য ভূমি মালিকদের আর ভূমি অফিসে ধর্ণা দিতে হবে না। এতে দুর্নীতি ও জন-হয়রানি অনেক কমে যাবে।

একই সাথে ভূমিসেবায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে “ভূমি” অ্যাপ, হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা। ভূমি অ্যাপ এর মাধ্যমে নাগরিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ও দাখিলা সংগ্রহ, নামজারির ফি প্রদান, ডিসিআর ও খতিয়ান সংগ্রহ এবং খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারবেন ঘরে বসে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভূমিসেবা ভূমি অ্যাপ এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

ভূমি অ্যাপ নিজে ব্যবহার করার পাশাপাশি জনগণকে ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় জনগণকে ঝামেলাহীন সেবা প্রদানে

সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি ভূমিসেবার জন্য নাগরিকদের সহজবোদ্ধ সফ্টওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। ভূমি সেবার ইন্টিগ্রেটেড মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের সময় সার্ভার নিরাপদ রাখা ও ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। ফলে দিনশেষে আমরা পেপারলেস ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বপ্ন দেখতে পারি।

ডিজিটাল যুগ আমাদের জীবনযাত্রা,সকল সেক্টরে কর্মপদ্ধতি এবং সেবাগ্রহণের পদ্ধতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তনের গতি ও সুবিধা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা এখনো সীমিত। ফলে সরকারি সেবা গ্রহণ, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কাজ, অনলাইন লেনদেন কিংবা মৌলিক নিরাপত্তা বিষয়ে তারা পিছিয়ে পড়ছেন। এই অসচেতনতা কমানো রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই জরুরি দায়িত্ব। ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র নামে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ সারা দেশে ৮৪০ টি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো করা হবে। ভূমি সেবা প্রাপ্তি সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে এই সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের হতে নাগরিকরা অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর, মিউটেশন, খতিয়ান ও জমির নকশা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে এবং ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারে।

ইতোমধ্যে ২য় প্রজন্মের ভূমিসেবা সিস্টেমের উপর প্রায় প্রাথমিকভাবে ৬০০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশের সকল কর্মকর্তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য Training for Trainers (ToT)প্রায় শেষ পর্যায়ে। পাশাপাশি সারাদেশে জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।ঢাকা মহানগর ও জেলার ১৯টি সার্কেল/উপজেলায় এবং নারায়নগঞ্জ জেলার ১টি সার্কেলে সফলভাবে পাইলটিং সম্পন্ন করে সারা দেশে (৩ পার্বত্য জেলা ব্যতীত) এই সেবা চালু করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেবার পাশাপাশি আইন-বিধি-নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিসেবা সহজ ও জনবান্ধব করার কাজ চলমান আছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশকিছু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে:ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিধিমালা ২০২৪ প্রণীত হয়েছে। এর মাধ্যমে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে প্রকৃত ভূমি মালিকদের ভূমি সুরক্ষায় ৬১ জেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা ২০২৫; হাটবাজার ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২৫। বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য আইন ও বিধিমালাসমূহের মধ্যে ভূমি

ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি ভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫; স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম-দখল বিধিমালা, ২০২৫; বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫; জলমহাল আইন, ২০২৫ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যন্ত্রের পিছনের মানুষটার মানসিকতা। সেই মানুষটার উন্নত মানসিকতাই নিশ্চিত করবে জনবান্ধব ভূমিসেবা। সারাদেশে ভূমিসেবা সিস্টেমে শতভাগ খতিয়ান ও হোল্ডিং এন্ট্রি করা এবং ভুল সংশোধনের জন্য ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর মাধ্যমে কাজ শুরু করা হয়েছে। গত ১৩ আগস্ট ২০২৫ ফেনী জেলায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে ৮টি জেলায় পাইলটিং প্রায় শেষ পর্যায়ে। পর্যায়ক্রমে শতভাগ খতিয়ান ও হোল্ডিং এন্ট্রি এবং ভুল সংশোধনের এ কার্যক্রম সারা দেশে বাস্তবায়িত হবে। ডেটা এন্ট্রি সম্পন্ন হলে ভূমিসেবা সিস্টেমে আরও সহজ, জনবান্ধব ও স্বয়ংক্রিয় হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইউএনডিপি-এর সহায়তায় ভূমিসেবা সিস্টেমে জয়পুরহাট জেলার শতভাগ খতিয়ান ও হোল্ডিং এর নির্ভুল তথ্য সম্পন্ন করেছে।

ডিজিটাল সেবার পরিধি প্রতিনিয়ত বাড়লেও সচেতনতা ও দক্ষতার উন্নয়ন ততটা দ্রুত হচ্ছে না। ভূমি সেবার ক্ষেত্রে এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এসব সেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝলেও অনেকেই জানেন না কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। ডিজিটাল রূপান্তরের প্রকৃত সফলতা তখনই আসবে যখন দেশের প্রতিটি মানুষ নিজে ব্যবহার করতে পারবে।

ডিজিটাল ভূমিসেবা কেবল স্লোগান নয় এটি নাগরিকের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার। তাই সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ করে তোলাই এখন সময়ের দাবি। পরিষেবা প্রদানের প্রতিটি ধাপলগইন থেকে আবেদন, পেমেন্ট থেকে সনদপ্রাপ্তিসবই হতে হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য। সহজবোদ্ধ ডিজিটাল সেবা হলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সময়সাশ্রয় নিশ্চিত করতে সহজ, দ্রুত ও ব্যবহারবান্ধব সেবা গড়ে তুলতে হবে। তবেই ডিজিটাল ভূমিসেবা সত্যিকার অর্থে নাগরিকবান্ধব হবে।

লেখক: তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।

দামুড়হুদায় পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে অ্যাডভোকেসি সভা

দামুড়হুদায় ৬ থেকে ১১ ডিসেম্বর পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টার সময় “পরিকল্পিত পরিবার, নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের আয়োজনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (অঃদঃ) ডা. তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনা আমাদের দেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যবিবাহ রোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমরা যারা সচেতন মানুষ, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকব, তেমনি পাড়া–প্রতিবেশীসহ সবার মধ্যে সচেতনতা ছড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারীরা জনগণের কর্মচারী তাই জনকল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে, কারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের বেতন হয়। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহা. মশিউর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হক, এমটি (ইপিআই) ফারুক আহমেদসহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

৬ থেকে ১১ ডিসেম্বর পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে ৭ দিনব্যাপী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে সমাবেশ ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, জন্মবিরতিকরণ দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি ইমপ্লান্ট প্রয়োগ, খোলা ও ফলোআপ,

বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি আইইউডি ক্যাম্প, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক পরিবর্তন, পুষ্টিকর খাবার বিষয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি এবং স্থায়ী পদ্ধতি বন্ধ্যাকরণ ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে।

তোপের মুখে অফিস ছেড়ে পালালেন তহশিলদার!

জমির খাজনা ও নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিতে আসা ভূমি মালিকদের দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। কাজ করে নিতে হাতে পায়ে ধরতে হচ্ছে তহশিলদারের। অনিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া ও সরকারের নির্ধারিত সময়ে অফিস না করা তহশিলদারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগ নিত্যদিনের। স্থানীয় এসিল্যান্ড ও ইউএনওকে বলেও কোন সুরাহা না পাওয়া ভুক্তভোগীরা ফুঁসে উঠলে অফিস ছেড়ে পালালেন ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা তহশিলদার। গোপনে মাইক্রোবাস ডেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ঘটনার পর থেকে অফিস করছেন না এই কর্মকর্তা।

আতিকুরকে সরিয়ে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশিলদার জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর অফিসের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। ১৫ দিন পরে চুয়াডাঙ্গার আতিকুর রহমান নামের একজন যোগদান করেন। তিনি যোগদানের পর থেকেই শুরু হয় ভূমি মালিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ। জেলার সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন খ্যাত সাহারবাটীতে এসে ভূমি সেবা দিতে হিমশিম খেয়ে ওঠেন আতিকুর রহমান।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে ভূমি

সংক্রান্ত কাজে নানা অজুহাতে হয়রানি করে আসছিলেন। ভূমি উন্নয়ন করের অনুমোদন কিংবা নামজারি কেসের রিপোর্ট দিতে গড়িমসি করতেন তিনি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর একাধিক ভূমি মালিক জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে অফিসে গেলে তিনি নামজারি কেসের রিপোর্টসহ অন্যান্য সেবা দিতে ব্যর্থ হন। এ সময় সাধারণ মানুষ তার কাছে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের অফিস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

এ সময় উপস্থিতরা তাকে প্রশ্ন করেন এটা সরকারি অফিস, আমরা যদি না আসি তাহলে আপনারা অফিস খুলে বসে আছেন কেন? আপনারা তো আছেন জনগণের সেবার জন্য। জবাবে আতিকুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, না, আমি জনগণের সেবার জন্য নই, আমি আছি সরকারি অফিস রক্ষা করার জন্য।

এমন পরিস্থিতির পর কাজের চাপে ও জনগণের তোপের মুখে তিনি হঠাৎ অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এখনো অফিসে আসেননি।

ভুক্তভোগী নাসির উদ্দিন, ইয়ারুল ইসলাম, আলী হোসেন, লিয়াকত, আব্দুল হামিদ, আনিসুর রহমান, শহিদুল, মুকুল মহরী, নজরুল মাস্টার, আনিস মাস্টার, তোফাজ্জেল, সাইফুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম ও এনায়েত আলীসহ অসংখ্য সেবাপ্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকেই ভূমি মালিকরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জমির হোল্ডিং খোলা, নামজারি কেসের রিপোর্ট প্রদান, খাজনা পরিশোধসহ প্রতিটি কাজে ইউনিয়নবাসীকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন বলেন, অফিসে একটু ঝামেলা হয়েছিল এমন কথা শুনেছি। তিনি মৌখিকভাবে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন। যদি তিনি আর সেখানে যোগদান না করেন, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি কেন অফিসে আসছেন না, সে বিষয়ে আমি জানি না। তবে বিষয়টি আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছি।

কোটচাঁদপুর পৌরবাসী নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার অধিকাংশ এলাকাই আজ নাগরিক দুর্ভোগের প্রতীক। পৌর এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং সড়কবাতির অপ্রতুলতায় নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে।
বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলো যেন রূপ নেয় কাদা-পানিতে ভরা ফাঁদে। সড়কজুড়ে খানাখন্দে চলাচল হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। সন্ধ্যা নামতেই ডুবে যায় ঘোর অন্ধকারে, অধিকাংশ সড়কে জ্বলে না সড়কবাতি। পৌরসভার সামনের সড়কেও নিয়মিত যানজট লেগে থাকে, যা প্রশাসনের উদাসীনতার জীবন্ত প্রমাণ।
নাগরিকরা নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করলেও সেবার দেখা মিলছে না। ভাঙাচোরা রাস্তা, নষ্ট ড্রেন, অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সব মিলিয়ে পৌরসভার অবস্থা করুণ। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবতা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটায় না। তারা বলছেন, সেবার নামে যেন চলছে প্রহসন।
এ নিয়ে নাগরিক সমাজের ক্ষোভ প্রবল। সচেতন মহলের দাবি, কোটচাঁদপুর পৌরসভা যেন বর্তমানে নাগরিক ভোগান্তির এক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর না থাকায় সেবার মান আরও নাজুক হয়ে পড়েছে। যারা বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
স্থানীয়রা জানান, বছরের পর বছর সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ থাকলেও সড়কবাতি নেই। রাত হলেই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা, পানি নিষ্কাশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা—সবখানেই চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে।
যেখানে এটি একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা, সেখানে নাগরিক সেবার মান যেন তৃতীয় শ্রেণির। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো। একদিকে নাগরিক অধিকার ও কর পরিশোধ, অন্যদিকে প্রশাসনের চূড়ান্ত দায়হীনতা—এই বৈপরীত্যে প্রশ্ন উঠছে, এই পৌরসভা কি শুধুই কর আদায়ের একটি যন্ত্র?
প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মানুষের বসবাস এই পৌরসভায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার মুখোমুখি। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, খানাখন্দে ভরা সড়ক বর্ষা মৌসুমে হয়ে ওঠে মৃত্যুফাঁদ। স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক রেজাউল করিম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কেউ কেউ পড়ে গিয়ে

আহত হন। কর দেই, কিন্তু সেবা কোথায়? পৌরসভার লোকজন শুধু কর তুলতেই ব্যস্ত, কিন্তু কাজের সময় তাদের পাওয়া যায় না।”
ঈশী খোন্দকার জানান, “সরকারি কলেজ ও খোন্দকার পাড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে এক সপ্তাহ ধরে সড়কবাতি জ্বলছে না। কাউন্সিলর ও পৌর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাহলে আমরা কী সেবা পাচ্ছি?”
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আল-মামুন বলেন, “নামমাত্র উন্নয়নের অভিনয় দিয়ে জনগণকে বেশি দিন বোকা বানানো যাবে না। সময় এসেছে টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার।”
এ বিষয়ে পৌরসভার সরকারি প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সড়কের বাতি ইতোমধ্যে কিছু স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। নতুন করে আবার টেন্ডার হয়েছে। আমি সদ্য জয়েন করেছি, পুরো শহর এখনো দেখা হয়নি। পুরাতন ড্রেনগুলো সংস্কার করলে পানি নিষ্কাশনের কিছুটা উন্নতি হবে। নতুন ড্রেন করতে হলে সময় লাগবে। বরাদ্দ সীমিত হলেও কাজ চলমান রয়েছে।”
এ বিষয়ে জানতে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহে নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা, বাড়ছে জনদুর্ভোগ

ঝিনাইদহের পৌরসভাগুলোতে নাগরিক সুবিধা নয়, বরং দূর্ভোগই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত পৌর কর প্রদান করেও নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় সেবা। রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ, পরিচ্ছন্নতা সব ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে সীমাহীন অব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব পৌরসভা যেন শুধু কর আদায়ের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ঝিনাইদহের মোট ৬টি পৌরসভা। এর মধ্যে হরিণাকুন্ডু বাদে বাকি ৫টি পৌরসভাই প্রথম শ্রেণীর। এই পৌরসভাগুলোতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ বসবাস করেন, যাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্রই চোখে পড়েছে।

হরিণাকুন্ডু পৌর এলাকা ঘুরে দেখা যায় পুরো এলাকার সড়কজুড়ে খানাখন্দ। বর্ষায় এসব রাস্তায় চলাফেরা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পৌরসভার সামনেই নেই সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, জনদুর্ভোগ নয়, বরং উদাসীনতাই যেন প্রশাসনের অভ্যস্ততা। এদিকে মহেশপুর পৌরসভার চিত্র একই। বছরের পর বছর কোনো সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক এলাকায় নেই সড়কবাতি, ফলে রাত নামতেই পুরো শহর ঢেকে যায় অন্ধকারে। পৌর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থা সবকিছুতেই চোখে পড়ে চরম বিশৃঙ্খলা।

স্থানীয়রা বলছেন, কর দিয়ে শুধু দায়িত্ব পালন করছেন তারা, কিন্তু সেবার জায়গায় অব্যবস্থা ছাড়া কিছুই পাচ্ছেন না। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো।

এ বিষয়ে পৌর এলাকার বাসিন্দা রাজুল ইসলাম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কখনো পড়ে গিয়ে আহতও হয় মানুষ। বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা। আমরা কর দিই, কিন্তু সেবা কই?” দীর্ঘদিন ধরে সড়ক সংস্কার হয়নি।

মহেশপুর পৌরসভার স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন বলেন, “আমাদের এলাকায় সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হওয়া দায় হয়ে পড়েছে। চারদিকে অন্ধকার, রাস্তার অবস্থাও খারাপ। পৌরসভার লোকজন আসলে শুধু কর তুলতে জানে, কাজের বেলায় নেই।”

সচেতন নাগরিক এম রায়হান বলেন, “নামমাত্র উন্নয়ন কার্যক্রম দিয়ে মানুষের চোখে ধুলা দেওয়া যাবে না। সময় এসেছে বাস্তব নির্ভর টেকসই পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার।”

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জানান, “পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে চলে। ইতিমধ্যে প্রশাসকদের জরুরি প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।”

চিকিৎসকের ঘোষণায় মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা বন্ধ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ রয়েছে। শনিবার সকালে মেডিকেল অফিসার ডা. মাহাবুব রহমান ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর তিনি নারী ও শিশু ওয়ার্ডের রাউন্ড ও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ঘোষণা করেন। এতে হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে বহু রোগী বাধ্য হয়ে অন্যত্র চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, সকালে এইচডিইউ বিভাগে মুমূর্ষু অবস্থায় এক রোগী ভর্তি হন, যিনি কয়েকদিন আগেও একই বিভাগে ভর্তি ছিলেন। রাউন্ডের সময় ডা. মাহাবুব রোগীর পূর্বের ব্যবস্থাপত্র দেখতে চান। স্বজনরা তা দেখাতে না পারলে তিনি চিকিৎসা সেবা বন্ধের কথা বলেন এবং রুঢ় আচরণ করে চলে যান। এরপর রোগীর স্বজনরা এর কারণ জানতে চাইলে কথাকাটাকাটি হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডা. মাহাবুব তার হাসপাতালের ২২৪ নম্বর কক্ষে গিয়ে ঘোষণা দেন, নারী ও শিশু বিভাগের সকল চিকিৎসা সেবা বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে নারী ও শিশু বিভাগের রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন। হাসপাতালের নার্সরা শুধুমাত্র রুটিন চেকআপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রোগীর স্বজন মিজানুর রহমান বলেন, আমার স্ত্রী আজ সকালে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কোনো চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা দেননি।

আরেক স্বজন সামিমা রহমান জানান, আমার মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সারাদিন চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি। অনেকেই একইভাবে চলে গেছেন। আমরা ডা. মাহাবুবের চিকিৎসা সনদ বাতিলের দাবি জানাই।

এ বিষয়ে ডা. মাহাবুব বলেন, এইচডিইউ বিভাগে রোগীর স্বজনরা খারাপ আচরণ ও হুমকি দিয়েছে। তাই চিকিৎসা সেবা বন্ধ করেছি। আমি বিসিএস ক্যাডার; বাধ্য হয়ে রুগী দেখতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই।

তত্ত্বাবধায়ক শারমিন জাহান শায়লা আরও বলেন, নারী ও শিশু ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন ডা. মাহাবুব। তাঁর না দেখার কারণে সাময়িক সমস্যা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন।